|  |
| --- |
| **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আজকের পৃথিবীতে কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশের সর্বত্র নারীর ক্ষমতায়ন, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ সকল কর্মক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশকে একটি তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরগুলো। বিশেষত বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারাদেশে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উন্নত ও উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদশেকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং ‘রূপকল্প-২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর কোনো স্বপ্ন নয়, একটি স্বপ্নের সফল রূপায়ণের নাম। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে যে সকল আইন ও নীতি-দলিল প্রণয়ন করেছে, সেগুলো হলো−বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আইন-১৯৯০, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১৩), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ (সংশোধিত ২০১৪), তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা-২০১০, তথ্য নিরাপত্তা পলিসি ও গাইডলাইন-২০১৪, সাইবার সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি-২০১৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্যে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৬, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ ইত্যাদি।

২০১৬-৩০ মেয়াদে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দুইটি লক্ষ্যমাত্রায় লিড বিভাগ হিসেবে রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) তে ICT Access-এর স্কোর ২০১৭ সালের ৩০.৫ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২৫-এ ৫০ এবং ২০৩১-৪১-এ ৮৫, Government’s Online Service-এর স্কোর ২০১৭ সালে ৬২.৩ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২৫ সালে ৭৫ এবং ২০৩১-৪১ সালে ৯০ এবং e-Participation-এর স্কোর ২০১৭ সালের ৫২.৫ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২৫-এ ৭০ এবং ২০৩১-৪১-এ ৮৫ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল আনয়নে National Strategy for Artificial Intelligence Bangladesh-2020 এবং National Strategy for Robotics-2020 প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন ও নীতিমালাসমূহ এবং গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নোক্তভাবে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে−

**ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ :** ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল দপ্তর/সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপন, সহায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা সহজেই তথ্যজগতে প্রবেশ করতে পারছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

**মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি :** মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জেলা ও উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে। ১০ হাজারেরও অধিক নারী উদ্যোক্তা ‘একশপ প্লাটফর্ম’-এ যুক্ত হয়ে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং নারীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ‘সাথী নেটওয়ার্ক’ গঠন করা হয়েছে।

**তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** তথ্য প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন−হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে নারীর কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে।

**আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন :** আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে নারী উদ্যোক্তাগণ স্পেস বরাদ্দ পাচ্ছেন এবং বিনিয়োগ করছেন। উদ্ভাবন পরিকল্পনা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমির আওতায় স্টার্ট আপ আইডিয়াকে অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | ১০৬ | ৭৩ | ৩৩ | ৩১.১ |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর | ৬১৭ | ৫২৩ | ৯৪ | ১৫.২ |
| বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ | ৭৬ | ৬৮ | ০৮ | ১০.৫ |
| বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল | ৯০ | ৮১ | ০৯ | ১০.০ |
| ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয় | ৩১ | ১৯ | ১২ | ৩৮.৭ |
| **মোট :** | **৯২০** | **৭৬৪** | **১৫৬** | **১৬.0** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

* এজেন্ট ব্যাংকিং কর্মসূচির মাধ্যমে ২০,৮০,৩২৫ জন নারী উপকারভোগী সেবা লাভ করছেন;
* ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ৫,২৮২ জন নারী উদ্যোক্তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে; এবং
* জাতীয় হেল্প লাইনে ৩৩৩-এর মাধ্যমে ৬,৬০,০৮৭টি মহিলা ও শিশু সহায়তা কল গৃহীত হয়েছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন | মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাসমূহ অধিকতর আইসিটি ব্যবহার করে জনগণকে দ্রুততর সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এসকল অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে আইসিটিবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। |
| ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা | ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং এজন্য এ খাতে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে নারীরা অসামান্য অবদান রাখছে। ফলে আইসিটি শিল্পের প্রসার হচ্ছে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ই-সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি** | **সুবিধাভোগীর সংখ্যা (কোটি)** | ২.৮৫ | ৩.৭৫ |  |
| 2. | **আইটি স্কিল/ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের** | সংখ্যা (হাজার) | ১৫০০ | ২০০০ |  |
| 3. | **ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ** | **ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (মিলিয়ন)** | 31.5 | 32.1 |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

প্রতিবছর সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আইটি বিষয়ক উদ্ভাবনীসমূহের প্রচারের জন্য বিভাগ, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মেলা/অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হচ্ছে বিপিও সামিট, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো যার মাধ্যমে সম্ভাব্য নারী উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হচ্ছে। ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদের সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১,৩২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৯,০৮৫ জন নারী শিক্ষার্থীকে ‘ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিসিসি ‘Office Applications & Unicode Bangla under WID’ কোর্স পরিচালনা করছে। এছাড়াও ‘Women IT Frontier Initiative (WIFI)’ নামে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ সাল হতে চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭১১ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* নারীর ডিজিটাল এক্সপোজারের অভাব এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের উপস্থিতি কম;
* ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও ধীরগতি ব্রডব্যান্ড স্পীড নারীদের পক্ষে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কঠিন হবে;
* সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং
* নারীদের জন্য আইসিটি সেক্টরে বিনিয়োগে Venture Capital-এর অভাব।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত রাখা;
* আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া;
* আইসিটি ব্যবহার−শিক্ষার প্রসারে আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আইসিটি শিল্পে নারীদের আকৃষ্ট করতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা;
* সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দূরীকরণ, বিজ্ঞ আদালতে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ এবং ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদেরকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা;
* প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সঠিক ব্যবহারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
* ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের টেকসই অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা; এবং
* নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে Venture Capital-এর ব্যবস্থা করা।